যায়যায়দিন

তারিখ ... 25 SEP 2012 ...
পৃষ্ঠা ...

# রাবিতে ভর্তি পরীক্ষায় মেধার মূল্যায়ন নিয়ে আশঙ্কা

## ভিন্ন প্রশ্নপত্রে একই পরীক্ষা : মান নিয়ে শিক্ষার্থীদের উদ্বেগ

রাবি প্রতিনিধি

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) ২০১২-১৩ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরীক্ষার সংশোধিত নতুন পদ্ধতি নিয়ে ব্যাপক অনিয়ম ও প্রতারণার গুরুতর অভিযোগ উঠেছে।

একই বিশ্ববিদ্যালয়ে দু'টি ভিন্ন প্রশ্নপত্রে ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণে শিক্ষার্থীদের মেধার মূল্যায়ন ও প্রশাসন আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার বিষয়টি এই ধরনের দুর্নীতির দ্বার উন্মোচিত করবে বলে আশঙ্কা করছেন শিক্ষক, ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা।

রোববার রাজশাহীর এক আদালতে এই বিষয়ে এক আইনজীবী স্নাতক (সম্মান) শ্রেণীর ভর্তি পরীক্ষার পদ্ধতিকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও বেআইনি উল্লেখ করে তা পরিবর্তন করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বরাবর লিগ্যাল নোটিশ পাঠিয়েছেন।

ওই আদেশে আগামী তিন দিনের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে বর্তমান ভর্তি প্রক্রিয়া বাতিল করে একই বিষয়ে একই সময়ে অভিন্ন প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা নেয়ার জন্য উপাচার্য অধ্যাপক ড. এম আব্দুস সোবহান, বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) ও প্রথম বর্ষ স্নাতক ভর্তি পরীক্ষা কমিটির সভাপতিকে অনুরোধ জানানো হয়েছে প্রেরিত নোটিশে।

তথ্যানুসন্ধানে জানা গেছে, মূলত আর্থিক দিক দিয়ে লাভবান হওয়ার নিমিত্তে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন অনেকটা জোর করে নতুন ভর্তি

আশঙ্কা : পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ...

## আশঙ্কা : রাবিতে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

পদ্ধতি চালু করতে যাচ্ছে।

চলতি শিক্ষাবর্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮টি অনুষদভুক্ত ৪৯টি বিভাগের ৩৬১৫টি আসনের বিপরীতে আবেদন করেছে দুই লাখ ৪২ হাজার ২৬৪ জন প্রতিযোগী। একই আসনের বিপরীতে ২০১১-১২ শিক্ষাবর্ষে প্রতিযোগী শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল এক লাখ ৩১ হাজার ১৫৯ জন।

আগামী ৬ অক্টোবর থেকে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও তা দু'দিন এগিয়ে এনে আগামী ৪ অক্টোবর থেকে পরীক্ষা হবে বলে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ২০ সেপ্টেম্বর ভর্তি পরীক্ষার উপ-কমিটির সভায় নজিরবিহীন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ওই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক শাখার উপ-নিবন্ধকার এএইচএম আসলাম হোসেন যায়যায়দিনকে বলেছিলেন, মূলত ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থী বেড়ে যাওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে একই সময়ে ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণে স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় ভর্তি পরীক্ষা ভিন্ন ভিন্ন প্রশ্নপত্রে দুই শিফটে ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

যেসব ইউনিটের প্রতিযোগী সংখ্যা ২০ হাজারের ওপর সেগুলোর পরীক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তন আনা হয়েছে।

এবার ১৬টি ইউনিটের মধ্যে এ-৩, বি, সি-১, ডি, ই, এইচ ইউনিটের পরীক্ষা দুই শিফটে একই সঙ্গে জোড়-বেজোড় রোল নাম্বার ধারণকারী শিক্ষার্থীদের এই পদ্ধতির আওতায় পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে।

আইনজীবী অঙ্কুর সেনের মাধ্যমে নোটিশ পাঠিয়েছেন জজ কোর্টের অপর আইনজীবী জহরুল ইসলাম। অঙ্কুর সেন যায়যায়দিনকে বলেন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে তার রুটিন (সময়সূচি) দেখে তারা অবাক হয়েছেন। কেননা সময়সূচিতে উল্লেখ করা হয়েছে, একই বিষয়ে জোড় রোলের পরীক্ষা আর বেজোড় রোলের পরীক্ষা ভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত হবে।

অর্থাৎ একই বিষয়ের পরীক্ষার জন্য দুই রকম প্রশ্নপত্র তৈরি করা হবে। কিন্তু ভিন্ন প্রশ্নপত্র করে মেধা যাচাই সম্ভব নয় বলে তিনি দাবি করেন। যুক্তি হিসেবে অঙ্কুর সেন বলেন, ধরা যাক জোড় রোলের প্রশ্নপত্র পরীক্ষার্থীদের কাছে অপেক্ষাকৃত সহজ হলো। তাহলে জোড় রোলের শিক্ষার্থীরা ভর্তিও সুযোগ বেশি পাবে। বেজোড় রোলের পরীক্ষার্থীরা বঞ্চিত হবে। এর উল্টোটি ঘটলে জোড় রোলের শিক্ষার্থীরা বঞ্চিত হবে।

তিনি আরো দাবি করেন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের এ ধরনের হটকারী সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ বেআইনি। অসৎ উদ্দেশ্য ও ব্যক্তিস্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে এ ধরনের কর্মকাণ্ড হাতে নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। তিনি এ পদ্ধতি বাতিলের দাবি জানান।

অন্যদিকে নতুন পরীক্ষা পদ্ধতি কেবল বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের একক সিদ্ধান্ত বলে দাবি করেছেন ভর্তিচ্ছু অভিভাবক, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও রাজনৈতিক সংগঠনের কর্তা ব্যক্তিরা।

জোবাইর ইবনে শিহাস নামের বিজ্ঞান অনুষদের ভর্তিচ্ছু এক শিক্ষার্থী যায়যায়দিনকে বলেন, ভিন্নভিন্ন প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা এই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম। অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ধরনের নিয়মে পরীক্ষা গ্রহণ হয় না।

মেধার মূল্যায়নের আশঙ্কা প্রকাশ করে তিনি বলেন, সকালের কোনো শিক্ষার্থী ভালো প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা দেবে আর বিকালের কোনো শিক্ষার্থী অপেক্ষাকৃত কঠিন প্রশ্নে পরীক্ষা দেবে তা হতে পারে না।

প্রাণ-রসায়ন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. আমীরুল ইসলাম যায়যায়দিনকে বলেন, ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় মূলত মেধার মূল্যায়ন করার জন্য। অভিন্ন প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা নেয়ার মাধ্যমে ভালো-মন্দ শিক্ষার্থীদের পার্থক্য তৈরি হয়।

কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন যে পদ্ধতি বর্তমানে গ্রহণ করতে যাচ্ছে সেটা অনেকটা একঘেয়েমি ও আর্থিকভাবে সুবিধা লাভের একটি কৌশলমাত্র।

তিনি আরো বলেন, প্রতিবছর তাদের একাডেমিক ভবনগুলোতে স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় রাজশাহীর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষা গ্রহণ হয়ে আসছে। তবে এবার সেই সব ভবনে প্রশাসনের অতিরিক্ত সেন্টার ফি না দেয়ার অজুহাতে প্রশাসন মোটা অঙ্কে লাভবান হবে বলে তিনি মনে করেন।

ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি শিপন আহমেদ বলেন, গত শিক্ষাবর্ষে প্রশাসন হঠাৎ করে ভর্তি ফরমের মূল্য বৃদ্ধি করেছিল। এর প্রতিবাদে তারা আন্দোলন করলে এবার ৫০ টাকা কমানো হয়েছে।